বিশ্লেষণের আলোকে বাংলা ছোটগল্প

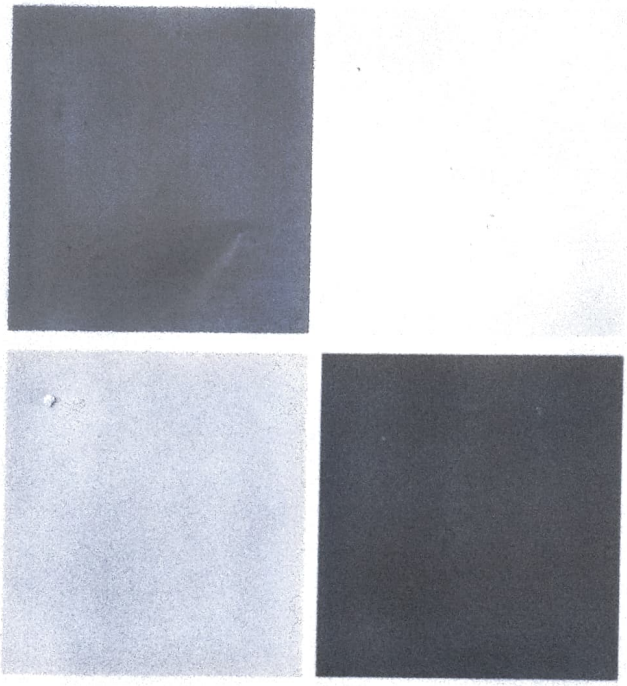

সম্পাদনা
মনোজ মণ্ডল
শ্রেয়া মণ্ডল

ভূমিকা : ড. তপনকুমার বিশ্বাস

Bislesoner Aloke Bangla Chotogalpo (বিশ্লেষণের আলোকে বাংলা ছোটগল্প)—Bengali short stories have been deeply discussed in this book Edited by Dr. Manoj Mandal & Shreya Mondal and pulished by Adhoyon publication, College Street, Kolkata-73, Februay 2022, Rs. 450.

ISBN : 978-93-86028-54-9

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, ফেব্রুয়ারী ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব : লেখকদ্বয়

প্রচ্ছদ : অলোককুমার উপাধ্যায়

অক্ষর বিন্যাস : রেনবো, রামকমল স্ট্রীট, খিদিরপুর, কলকাতা – ৭০০ ০২৩

মূল্য : চারশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

১। প্রসঙ্গ ছোটগল্প
ড. অচিন্ত্য দে ১৩

২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কুড়ানো মেয়ে' : বিশ্লেষণের আলোকে
ড. সঞ্জয় প্রামাণিক ২৫

৩। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বিবাহের বিজ্ঞাপন'
ঝুমা নস্কর ভাণ্ডারী ৩৫

৪। বাঙালির অস্মিতা ও শ্রীপতি সামন্ত
ড. শংকর প্রসাদ মাঝি ৪৫

৫। হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে : এক বিচিত্র চরিত্রের কথা
বৈশাখী গোস্বামী ৫৬

৬। হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে : জীবনচিত্রণের আঙ্গিক দস্তাবেজ
ড. উত্তম বিশ্বাস ৬১

৭। বিশ্লেষণের আলোকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প 'মশা'
রাজু মণ্ডল ৬৭

৮। আঁধার রাতে চোরা পথের বাঁকে : প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সংসার সীমান্তে'
ক্লেদজ শিল্পের শতদল
অজয়কুমার দাস ৭৯

৯। রাজশেখর বসু (পরশুরাম) এবং তাঁর 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'
ড.*অনিকেত মহাপাত্র* ১০০

১০। রাজশেখর বসুর 'উলটপুরাণ' : হাস্যরসিকের প্রতিবাদী কণ্ঠ—
ড. সুকান্ত মুখোপাধ্যায় ১০৮

১১। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চোর'
শ্রেয়া মণ্ডল ১১৭

১২। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' – পরিণতির সন্ধানে
ড. অজয় মণ্ডল ১২৭

১৩। সুন্দর ও অসুন্দরের দ্বিরালাপ : প্রসঙ্গ সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্'
ড. নবনীতা বসু ১৪৮

১৪। ফসিল : নৃতত্ত্বের সংগ্রহশালায় সমাজের নষ্ট দলিল
ড. নির্মাল্য মণ্ডল ১৬৫
১৫। কমলকুমার মজুমদারের 'মতিলাল পাদরী' : নিবিড় পাঠ ও বিশ্লেষণ
ড. শান্তনু দলাই ১৯২
১৬। কমলকুমার মজুমদারের 'নিম অন্নপূর্ণা'
চিরঞ্জিত মাণ্ডি ২১০
১৭। সমরেশ বসুর 'স্বীকারোক্তি' : অন্তঃসারশূন্যতার মাঝে নিবিড় আত্মানুসন্ধান
ড. আশিসকুমার সাহু ২১৯
১৮। শহীদের মা : সন্তানহারা জননীর নীরব প্রতিবাদ
ড. তনুকা চৌধুরী ২২৭
১৯। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'সমুদ্র' : প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের কাছে পরাজিত মানবচরিত্রের অসহায়তা
ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৮
২০। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি'
ড. মহঃ রবিউল মল্লিক ২৪৫
২১। বিমল করের 'জননী': মা থেকে জননী হয়ে ওঠার গল্প
ড. সুখেন্দু বিশ্বাস ২৫৫
২২।'ইঁদুর' ও ফাঁদ : গন্তব্য অবচেতন মন
অসীম হালদার ২৬৮
২৩। মতি নন্দীর'আত্মভূক'
শিউলি বসাক ২৭৭
২৪। মতি নন্দীর 'শবাগার' : এক অস্থির সময়গ্রন্থির গল্প
মিতালী দাস ২৮৭
২৫। দ্বিজ : নিশিকান্তের মূল্যবোধের বিবর্তন
ড. আশিস রায় ২৯৮
২৬। কানাকড়ি : সচল থেকে অচল
ড. টুম্পা রায় ৩০৯
২৭। পদিপিসির বর্মিবাক্স
ড. সুজিত বিশ্বাস ৩২০

কানাকড়ি : সচল থেকে অচল

ড. টুম্পা রায়

ছোট্ট অনুভূতি নিয়ে সাজাতে আরম্ভ করে তাদের সুখের সংসার। ভালোবাসা দিয়ে তাদের মন দুটিকে জুড়তে চেয়েছে প্রতি মুহূর্তে। তারা শুধুমাত্র তাদের দুটি মনকেই জুড়তে চায়নি, জুড়তে চেয়েছে তাদের সংসারের প্রতিটি দেওয়াল। হাসি খেলার মাঝেই একটু আনন্দে তারা থাকতে চেয়েছে। চেয়েছে কোন অবস্থাতেই যেন তাদের ভিতরের মানুষটি কখনই সংকীর্ণ না হয়ে যায়। কারোর মনে যেন সন্দেহ না জাগে। আধ-পেটা খেয়েও ভালোবাসার চাদরে মুড়ে যেন জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে। কাটিয়ে দিতে পারে যেন একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে। ভালোবাসার স্বপ্নে মুড়ে জীবনটা আরম্ভ হলেও কোথাও যেন তাল কাটে। সব সময় সব দিন যেন আনন্দে আর উচ্ছ্বাসে কাটে না। কারোর যেন কু-নজর এসে পড়ে। স্বপ্নীল আবর্তে ঘেরা জীবনে কখন যেন কলুষতা এসে ভর করে। ভালোবাসার গ্যাস বেলুনটা কোন একটা সময় ফুটো হয়ে যায়। সেই গল্পই শোনাব। সন্তোষ কুমার ঘোষের লেখা 'কানাকড়ি'। নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যা আর না পাওয়ার হাহাকার ফুটে উঠেছে গল্পের মধ্যে। স্বাধীনতা উত্তরকালে সাধারণ মানুষের জীবন যাপন, তাদের সমস্যা ও মূল্যবোধের অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন লেখক। মানবজীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে লেখক বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। মধ্যবিত্ত জীবন থেকে সরে এসে নিম্নমধ্যবিত্ত ও সর্বহারা মানুষের জীবনের কথাই তুলে ধরেছেন সন্তোষ কুমার ঘোষ তাঁর গল্পের মধ্যে। সরোজ মোহন মিত্র 'কানাকড়ি' গল্প সম্পর্কে বলেছেন—''বর্তমান জটিল এবং কঠোর জীবন সংগ্রামে পুরানো মূল্যবোধ, দেহের পবিত্রতা, সতীত্ব প্রভৃতির মূল্য কি 'কানাকড়ি'র অপেক্ষা বেশি?''[১]

২

অভাবের সংসারে সুখ দুঃখ, ব্যথা অনুভূতি কত কিছুই জড়িয়ে থাকে। সুখ স্মৃতির সঙ্গে থাকে দুঃখের কত রং। দু-হাতের আঁচলাতে ভরে সুখের দিন যেমন উপচে পড়ে তেমন থাকে বেদনার কথাও। 'কানাকড়ি' গল্পের নায়ক মন্মথ। সারাদিন পরিশ্রম করে যেটুকু উপার্জন হয় তাতে সংসার চলে না। বাধ্য হয়ে উপরি পরিশ্রম হিসাবে টিউশানি পড়াতে হয়। মন্মথ চাকরি এবং টিউশানি শেষ করে বাড়ি এসে দরজায় কড়া নাড়তে থাকে। কেউ দরজা খুললো না। সে সাবিত্রীর নাম ধরে ডাকে। সাবিত্রী ভয় পায় মন্মথ এত দেরি করে বাড়ি কেন আসে। ভয় পাওয়ার একমাত্র কারণ তারা নতুন জায়গায় বাসা ভাড়া করে চলে এসেছে। অঞ্চলটি আহিরীটোলা। একটি ঘরের ভাড়াটে তারা অন্য আর একটি ঘরের ভাড়াটে মল্লিকা নামের একজন অবিবাহিত মহিলা। সাবিত্রী দেখে ''*বিকেলের দিকে গলির মুখটাতে ট্যাক্সির হর্ণ বেজেছিল। মিনিটখানেক পরে একজোড়া মশমশ্ জুতো এসে থেমেছিল ওদের দোরগোড়ায়। তারপর দরজায় টোকা। কাছে পিঠে*